টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ১৯শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 5th Aug. 1970 { ১২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

সুরভী ঘৃত ভাণ্ডার
উৎকৃষ্ট গাওয়া ও ভইসা ঘি-এর
নির্ভর-যোগা নূতন প্রতিষ্ঠান।
রঘুনাথগঞ্জ — পাকুড়তলা

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

বলিল মনিব—কেমনে খাটিবি
হাড় কয়খানি সার ;
অন্য লোক আমি করেছি বাহাল
তোরে না রাখিব আর।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ হাঁই মারে মারো টান ॥

গত ৩০শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার বিধানসভা বাতিল করা হইয়াছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনোত্তর প্রথমবার বিধানসভা ভাঙ্গিয়াছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর ; আর এইবার হোতা হইয়াছেন রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান। গত ১৯শে মার্চ এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হয়। এতদিন পর বিধান সভার পতন ঘটিল। ধারণা করা গিয়াছিল যে, চৌদ্দশরিকী যুক্তফ্রন্টের দ্বিধাগ্রস্ত আট-ছয় যাহা করিতেছিলেন, বিশেষ করিয়া আট-কে লইয়া বাংলা কংগ্রেস যত প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন, তাহার পরিণতি ৩০শে বা ৩১শে জুলাই জানা যাইবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে রাজ্যপালের ঘোষণায় সে পথ বন্ধ হইয়াছে। তথাপি কোন রাজনৈতিক দলই ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই বরং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা আরও আগে করা উচিত ছিল। তাবৎ দল চাহেন যে, রাজ্যে দ্রুত পুনরায় অন্তর্বর্ত্তী নির্বাচনের ডঙ্কা বাজান হউক। বর্তমান রাজ্যপালের ভাগ্যে আজ পর্যন্ত সুনাম জুটে নাই। কিন্তু ৩০শে জুলাইয়ের ঘোষণাকে অনেকেই অর্থাৎ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি সুখ্যাতি করিয়াছেন।

কিন্তু এতদিন পর বিধান সভার বিলোপ ঘটান হইল কেন? রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা হইলেও কি আশা করা হইয়াছিল যে, চৌদ্দশরিক একটা চান্স পাইয়া নিজেদের ঠিক করিয়া ফেলিবেন? অথবা ফাটল ধরা প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট আরও ভালভাবে চিড় খাইয়া একটা শেষবেশ অবস্থায় আসুক? কিংবা তাঁহাদের কিছু দল মিলিত হইয়া মিনিফ্রন্ট গঠন করুন?

নাটের গুরু বাংলা কংগ্রেস না সি, পি, এম,—আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত নই। তবে নব সৃষ্ট আট-পার্টি ও ছয়-পার্টি—উভয়েরই বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, ইহা অনস্বীকার্য। বাংলা কংগ্রেস আট-পার্টিকে আরও জোরদার করার জন্য হয়ত নব কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন ; কিন্তু ওই দলের কোন কোন শাখা ইহা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাই কেন্দ্রবিন্দু বাংলা কংগ্রেস কোনক্রমেই একটা স্থিরতার মধ্যে আসিতে পারেন নাই। ইহাও ধারণা করা অসমীচীন নয় যে, সমাধিমগ্ন বিধান সভার অস্তিত্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে ভারপ্রাপ্ত তাবৎ কর্মচারীবৃন্দ যেন স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বোধ করিতেছিলেন। তাই চৌম্বক ক্ষেত্রের 'নিউট্র্যাল পয়েন্টের' মত একটা ত্রিশঙ্কুগত অবস্থা অধিক দিন থাকা ঠিক নয় বলিয়া কর্ত্তাব্যক্তিদের অভিমত।

এখন সবই হইল। যাঁহার বা যাঁহাদের এম-এল-এ-ত্ব গেল, তাঁহারা সকলে কবে আপনার আসনে ফিরিবেন কিংবা আদৌ ফিরিবেন কিনা অথবা 'পুনরাগমনায় চ' না হইলে কাহার চলিবে বা চলিবে না—সে ভাবনা কেন্দ্রের নয়। ভাবনা সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই যাঁহারা একদা একমুখে কংগ্রেস শাসনের চরম অব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া এবং জনগণের সামনে আশার আলোর সন্ধান দিয়া যুক্তফ্রন্টের সাধারণ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বিধান সভায় আপন আপন প্রার্থীকে পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ছোট হউক, বড় হউক—প্রত্যেক দলই এখন মহাভাবনায় পড়িবেন। কিন্তু এই কথা যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে দলীয় কোন্দলের সময় ভাবা নিশ্চয়ই উচিত ছিল। সেই ভুলের মাশুল আজ যদি কেহ কেহ দেন—তাহাতে আশ্চর্যের কী আছে? ইতিহাস বড় নির্মম বিচারক।

দেখা যাইতেছে, আট-পার্টি লইয়া বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসের সহিত একটি সমঝোতা চাহেন। আর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসার আশু প্রয়োজন। এই দুইটি কাজ সুসম্পন্ন হইলে কেন্দ্র বোধ হয়, নির্বাচনী লগ্ন বলিয়া দিবেন। ইতোমধ্যে দলে দলে তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। আট-এর শিবির ও ছয়-এর শিবির কর্মব্যস্ত। আট-দলের ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস, ইউ, সি, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নব কংগ্রেসের অশুচি ছায়া স্পর্শ করিবেন না। সি, পি, আই ও বাংলা কংগ্রেসের যত মুস্কিল। কারণ তাঁহাদের সৈন্যবল যেমনই হউক, ফরওয়ার্ড ব্লক বা এস, ইউ, সি-কে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সি, পি, এম 'ওয়েট এণ্ড ওয়াচ'-নীতিতে চলিতেছেন। কেরলের আসন্ন নির্বাচনী আখের সকল দলকে নূতন করিয়া পথ বাৎলাইয়া দিবে। তখন জোট বাঁধা না চলুক, একে অপরের সহিত আসনরফার প্রশ্নে ফিরিয়া আসিতে পারেন। সি, পি, আই, বাংলা কংগ্রেস, সি, পি, এম প্রভৃতি খরবায়ু বেগে বহিলে কে যে 'হাঁই মারে মারো টান' করিবেন, এখনই কিছু বলা যায় না। দিন যত যাইবে, নিত্যনূতন ভাঙ্গাভাঙ্গি ও মন জানাজানির পালা চলিবে। বাংলা কংগ্রেস নেতা বলিয়াছেন যে, রাজ্যের সমস্ত দলের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি ও দলের সম্পাদকমণ্ডলী অধিকার পাইয়াছেন। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক উপযুক্ত সময়ে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

তবে এই বিষয়ে কেন্দ্রের ভূমিকা কী, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ বিধান সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ঘোষণা যতটা আকস্মিক, আবার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিনক্ষণ জানাইয়া দেওয়া ততটাই হঠাৎ হইতে পারে বলিয়া পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। কেন্দ্রের আশু শিরঃপীড়া রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে। কিন্তু যে সব দল অবিলম্বে নির্বাচন চাহেন, নির্বাচন পিছাইয়া দিলে তাঁহারা ব্যাপক গণআন্দোলন যদি করেন, তাহাতে রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা থাকিবে কি? যাহা হউক, একটা সুসঙ্গত এবং বিবেচনাপূর্ণ ঘোষণা সকলেই আশা করিতেছেন।

বিজ্ঞাপন

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ১০১/৭০ স্বত্ব

বাদী শ্রীমলিনচন্দ্র দাস পিতা ৺রসরাজ দাস সাং মোরগ্রাম, থানা সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ

বনাম

বিবাদী ১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমন কলেক্টর অব মুর্শিদাবাদ সাং ও থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ এর উপর জারী হইবে। ২। জে, এল, আর, ও, সাগরদীঘি, সাং ও থানা সাগরদীঘি জেলা মুর্শিদাবাদ।

মোঃ বিবাদী ৩। ডাঃ কামেশ্বরনাথ লালা পিতা ৺রাধিকাপ্রসাদ লালা সাং, থানা, পোঃ ও জেলা মজফফরপুর, বিহার ৪। শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী স্বামী শ্রীচূড়ামণি প্রসাদ সাং নয়াতলা মহল্লা, পোঃ, থানা ও জেলা মজফফরপুর, বিহার। ৫। শ্রীমতী রামনন্দিনী দেবী স্বামী শ্রীঈশ্বর স্বরূপ, সাং মালগুদাম রোড বালিয়া টাউন, পোঃ, থানা ও জেলা বালিয়া, বিহার।

মোরগ্রাম গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর ৬। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ পিতা ৺রাখালরাজ ঘোষ ৭। শ্রীনিশাপতি মণ্ডল পিতা ৺রজনীকান্ত মণ্ডল সাং মোরগ্রাম, থানা সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ।

যেহেতু উপরোক্ত নম্বর বাদী জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা সাগরদীঘির অধীন মোরগ্রাম মৌজার C. S. ২৪নং ও R. S ১২৫৬নং খতিয়ানের ১৭৬৫নং দাগের ১·৯০ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে রিভিসন্যাল সেটেলমেণ্টের রেকর্ড ভ্রমাত্মক ও বাদীর উপর বাধ্যকর না হওয়া গণ্যে ১।২নং বিবাদীগণ যাহাতে কস্মিনকালেও উক্ত সম্পত্তি হইতে বাদীকে জোরপূর্ব্বক বেদখল করিতে না পারেন বা সেখানে বাদীর শান্তিপূর্ণ দখলে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারেন বা বাদীর নিকট কেবল খাজনা আদায় ছাড়া সেখানে কখনও কোনরূপ দখলের কাজ করিতে না পারেন তন্মর্ম্মে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন অতএব উক্ত মোকর্দ্দমায় মোরগ্রাম গ্রামের জনসাধারণের কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা আগামী ইং ২২।৮।৭০ তারিখে বেলা ১০॥০ ঘটিকায় আদালতে উপস্থিত হইয়া জবাবাদি দাখিল করিবেন। মোরগ্রাম গ্রামের জনসাধারণের অবগতির জন্য এই নোটিশ দেওয়া যায়।

By order

Sd/- S. K. Sarkar, Sheristadar,
2nd Munsif's Court, Jangipur

শাপে বর ও বর্বরতা

আগে তালপাতায় লেখা হইত। তখন কাগজ ছিল না। পরে পাঠশালায় স্লেটে লেখা হইত। ছোটদের অযথা কাগজ নষ্ট করিতে দেওয়া হইত না।

আজকাল ছেলে-মেয়েরা কাগজেই ডটপেন বা ফাউন্টেন পেন ধরিতে শেখে, লিখিতে শেখে অ আ-ক খ বা এ-বি-সি-ডি!

ইহাকে শিক্ষার উন্নতিই বলিতে হইবে।

শিক্ষায় প্রগতি।

বেশ খুশি হইবার কথা।

কিন্তু সম্প্রতি দেওয়ালে লিখন পদ্ধতি দেখিয়া কেমন যেন হকচকাইয়া যাইতেছি!

স্লেটে লেখার মত বাড়ির দেওয়ালে বা প্রাচীরে যেরূপ লেখার ধুম পড়িয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে 'বুড়ো খোকারা' শেষপর্যন্ত কি দেওয়ালে তাহাদের হাতের লেখা মকসো করিতেছে!

দেওয়ালে লেখা যে 'আগেও ছিল না—তাহা বলিতেছি না। তবে সেসব লেখা ছিল গোপনীয় ও অশ্লীল এবং সেসব দেওয়াল ছিল পায়খানার বা প্রস্রাবখানার! লেখার বিষয়-বস্তুও ছিল শারীরিক। কিন্তু হাল আমলের এই দেওয়াল লিখন রীতিমতই প্রকাশ্য এবং রাজনৈতিক। লেখাও চলে লুকাইয়া নহে, দুঃসাহসিক ভাবে প্রকাশ্যে!

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাথরের গায়ে লেখা ও ছবি আঁকা হইত হয়তো কোন রাজা বা দলপতির উৎসাহে। পরে ইতিহাসের যুগে রাজা অশোকও লোক ভাড়া করিয়া স্তম্ভে স্তম্ভে অনেক ভাল ভাল কথা লিখাইয়াছেন! (তখন এক প্রাসাদ ছাড়া অত পাকা দেওয়ালও ছিল না!)

এখন দেখিতেছি পাথর বা স্তম্ভে না হইয়া দেওয়ালে ভাল ভাল কথা লেখা হইতেছে এবং তাহা রাজার উৎসাহে না হোক, রাজনৈতিক উদ্দীপনায়! তবে ভয় হইতেছে, আমরা সেই প্রাগৈতিহাসিক বা প্রথম ঐতিহাসিক যুগে ফিরিয়া যাইতেছি না তো!

না কি আমরা নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছি?

তবে শাপেও নাকি বর হয়!

এই দেওয়াল-লিখন রিসার্চ করিয়া ভবিষ্যতে বাঙালী জাতির মহান ঐতিহ্যময় বিবরণ প্রকাশ পাইবে।

তাছাড়া বর্তমানে অনেক দেওয়াল-মালিকের দেওয়াল বিনাখরচায় চিত্র-বিচিত্র হইতেছে, আলকাতরা-ব্রাশের দোকানীরা দু'টা পয়সা পাইতেছে, শিল্পীরা লিখিবার কাজ পাইতেছে, রাজমিস্ত্রীর চুনকাম করিবার মজুরী মিলিতেছে, পথচারীরা এইসব পড়িয়া পথের ক্লান্তি দূর করিতেছে, ছাত্ররা বানান করিতে শিখিতেছে।

এবং আগে যে সব দেওয়ালে শুধু 'এখানে প্রস্রাব করিও না' লেখা থাকায় তাহা নোংরা অপবিত্র হইয়া থাকিত, সে সব জায়গায় এখন পবিত্র জ্ঞানগর্ভ কথা, স্বর্ণাক্ষরে না হউক, আলকাত্রাক্ষরে লেখা রহিতেছে!

অতএব সব কিছুই খারাপ নহে।

মনের মধ্যে একটু খুঁজিলেই 'বর' পাওয়া যায়, 'বর্বর'তার মধ্যে তো 'বর' আছে দ্বিগুণ মাত্রায়!

—কুমারেশ ঘোষ

ফরাক্কা ব্যারেজে প্রতীক ধর্মঘট

গত ২৯শে জুলাই বুধবার ফরাক্কা ব্যারেজে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সরকারী প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে গড়িমসি করার প্রতিবাদে ঐ ব্যারেজের ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ষ্টাফ এসোসিয়েশন, ক্লাস ফোর ষ্টাফ ইউনিয়ন ও ওভারসিয়ার এসোসিয়েশন এবং এই চারটি সংস্থা নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির ডাকে সমগ্র ব্যারেজে এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয়।

রঘুনাথগঞ্জে বনমহোৎসব

গত ৩১শে জুলাই স্থানীয় মহকুমা-শাসক অফিস প্রাঙ্গণে মনোরম স্নিগ্ধ পরিবেশে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে জঙ্গিপুর মহকুমার একবিংশতিতম বনমহোৎসব উৎযাপিত হয়। মহকুমা বনমহোৎসব কমিটির পক্ষে জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীপ্রশান্ত ধরের পরিচালনায় উৎযাপিত

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।
ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীমানিকলাল ব্রহ্মচারী মহাশয়।

সভাপতি শ্রীব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁর ভাষণে বনজ সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে জানান যে জঙ্গিপুর মহকুমায় এই বৎসরে তিন হাজার চারাগাছ বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হ'য়েছে। স্থানীয় বিশিষ্ট নেতা শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শকুন্তলা চৌধুরী বনমহোৎসবের তাৎপর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

বৃক্ষকে বন্দনা করে কথিকা পাঠ, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ। অনুষ্ঠান শেষে আদালত প্রাঙ্গণে মহকুমা-শাসক শ্রীমানিকলাল ব্রহ্মচারী মহাশয় ও অন্যান্য বেসরকারী ব্যক্তিগণ ছয়টি চারা রোপণ করেন।

রিটার্ণ দাখিলের সময় বৃদ্ধি

১০নং ফরমে রিটার্ণ দাখিলের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও দুই মাস বৃদ্ধি করিয়াছেন। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ পর্য্যন্ত রিটার্ণ দাখিল করা চলিবে।